ন্যাশানাল ইণ্ডিয়া পিকচার্স লিঃ এর নিবেদন

27-10-51

সমাধি

একমাত্র পরিবেশক ☼ মল্লিক ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স ☼

ন্যাশনাল ইণ্ডিয়া পিক্‌চার্স লিঃ-এর

● সম্পদ ●

সংগঠনকারী

প্রযোজনা : অজিত নাগ * কাহিনী ও সংলাপ : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
সুর সৃষ্টি : গিরীন চক্রবর্ত্তী ব্যবস্থাপক : জিতেন গল
চিত্রশিল্পী অনিল বন্দ্যোঃ ও তারক দাস রূপসজ্জাকর : ত্রিলোচন পাল
শব্দযন্ত্রী : সমর বসু তড়িৎ নিয়ন্ত্রক : প্রভাস ভট্টাচার্য্য
শিল্পনির্দেশক : দেবব্রত মুখোপাধ্যায় স্থির চিত্রশিল্পী : অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়,
সম্পাদক : বিশ্বনাথ নায়ক পিনাকী মুখোপাধ্যায়, অমিয় সেনগুপ্ত
রসায়নাগারাধ্যক্ষ : অবনী রায় সঙ্গীত অনুস্মৃতি : ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—**অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়**

সহযোগী : সুনীল মজুমদার

সহকারীগণ

পরিচালনা : পিনাকী মুখোপাধ্যায় * শব্দযন্ত্রী : দেবেশ ঘোষ
অজয় মিত্র ও
মৃণাল গুহঠাকুরতা
চিত্রশিল্পী : অমিয় সেনগুপ্ত
প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক : অজিত গঙ্গোপাধ্যায় ব্যবস্থাপক : ভবানী ঘোষ
শম্ভু দাস
রূপসজ্জাকর : মনতোষ রায়
শিল্পনির্দেশক : সুবোধ দাস, তড়িৎ নিয়ন্ত্রক : কমল, কেষ্ট,
পরিস্ফুটনা : কমল দাস, বাদল দাস, নরেশ, মনোরঞ্জন
সুধীর বসু ও অমর মুখোপাধ্যায় ও পাচু

* রূপায়নে *

শোভা সেন, প্রণতি ঘোষ, রমলা চৌধুরী, জীবন গাঙ্গুলী, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, জীবেন বসু, পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, বলাই মুখোপাধ্যায়, রিচার্ড ক্রকস, লক্ষ্মী রায়, সবিতা সাহা, সুপ্রিয়া চট্টোপাধ্যায়, জিতেন গল, সুশীল চট্টোপাধ্যায় দেবব্রত এবং **সমীর কুমার।**

রূপশ্রী ষ্টুডিয়োতে আর-সি-এ এবং ফিল্ম সার্ভিসেস-এর টি আর পি শব্দযন্ত্রে বাণীবদ্ধ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—**সোনাপুর টি কোং লিঃ**

একমাত্র পরিবেষক : **মল্লিক ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স**

কাহিনী-সংকেত

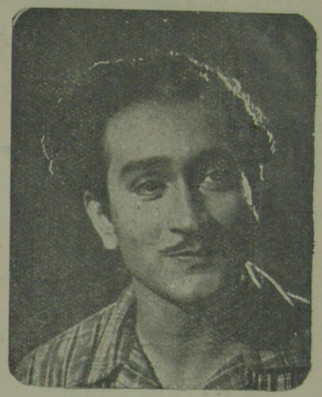

সাদা মেঘের নীচে নীল পাহাড়, নীল পাহাড়ের কোল জুড়ে শ্যামল কালো অরণ্য। আসামের ভয়াল জঙ্গল। যেন প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবী। হাতী, বাঘ, ভালুক, গণ্ডার—কী নেই এখানে?

সেই সঙ্গে আছে মানুষ। চা-বাগানের মালিক আর চা-বাগানের কুলি। দুটি পাতা আর একটি কুঁড়ির জগৎ। অরণ্যের বুনো হাতীর ডাক ছাপিয়ে বেজে ওঠে ফ্যাক্টরীর বাঁশি।

মালিকের নাম প্রকাশ দত্ত। কুলি সর্দারের নাম বল বাহাদুর। এদের মধ্যে বাস করে একটি বিচিত্র নেটিভ ক্রীশ্চান পরিবার। এই দুস্থ ক্রীশ্চান পরিবারের বাপ বুড়ো ম্যাকার্টনি, মা অন্ধ দেবী, পালিতা মেয়ে সোনালী আর ছেলে বুনো পাগ্‌লা জয়ন্ত।

চা-বাগানের সুপারভাইজার জ্যাক্‌সন যেন শয়তানের প্রতিমূর্ত্তি। তার লুব্ধকামনায় সর্দারের মেয়ে লছমীর সর্বনাশ করে বসল সে। কিন্তু কে শাস্তি দেবে জ্যাক্‌সনকে? কার আছে সে বুকের পাটা? তাই নিরীহ লছমীর ওপরেই চলল উৎপীড়নের পালা।

ঘটনাস্থলে দেখা দিল জয়ন্ত।

শাস্তি যদি দিতে চাও, তা হলে দাও ঐ জ্যাক্‌সনকে। এই নির্দোষ মেয়েটাকে নয়।

লছমীকে নিয়ে বাগানে ছুটল জয়ন্ত।

পরিণাম দাঁড়ালো জ্যাক্‌সনের সঙ্গে জয়ন্তের শক্তি পরীক্ষা। অরণ্যের নিয়মে বাহুবলের সাহায্যে। প্রকাশ দত্ত এসে জয়ন্তকে হুকুম দিলেন—বেরিয়ে যাও আমার বাগান থেকে।

বেগে অন্ধ হয়ে জয়ন্ত এল বেরিয়ে। কিন্তু সেও জানত না—ওই বাগানের অদৃশ্য শৃঙ্খল কেমন করে তার নাড়ীতে নাড়ীতে, রক্তে রক্তে জড়ানো।

তাই কলকাতা থেকে বাগানে বেড়াতে এল প্রকাশের ভাই-ঝি নমিতা আর ভাই-পো অজয়। সুন্দরী ঝকঝকে নমিতা। মোটা সোটা বোকা ধরণের ভাল মানুষ অজয়।

জঙ্গলের পথে ভালুকের আক্রমণে যখন বুড়ো ম্যাকার্টনি প্রাণ দিলেন, তখন সেই মৃত্যুকে উপলক্ষ্য করে জয়ন্তের জীবনগ্রন্থি জড়িয়ে গেল দত্ত পরিবারের সঙ্গে। নমিতার মিঠে গলার গান আর মিষ্টি হাতের চা তাকে বাগানে টেনে নিয়ে গেল।

থেকে থেকে শিউরে উঠতে লাগলো অন্ধ না দেবী।—ওই বাগানে ডাইনি আছে, রাক্ষসী আছে। ছিনিয়ে নেবে আমার জয়ন্তকে!

আর আগুন ঝরে সোনালীর চোখে। সে জানে, তার নীরব প্রেমে আজ প্রতিদ্বন্দ্বী দেখা দিয়েছে—জয়ন্তকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে ঝকঝকে তকতকে সহরের মেয়ে নমিতা!

যে পাগলা সাহেব জয়ন্ত ছিল জঙ্গলের প্রাণ, কুলিদের বন্ধু, সত্যনিষ্ঠ ভক্ত ক্রীশ্চান—ভাঙ্গন ধরল তার ব্রতে, সকলের থেকে সে দূরে সরে যেতে চাইল, তার প্রিয়জনের গণ্ডি থেকে সে বেরিয়ে গেল নীলরক্তের আকর্ষণে!

দেবী আর্তনাদ করে বললে জানি, জানি—ওই সর্বনাশে নীল খাতা! ওকে রাখ্‌তে পারব না সোনালী!

কোন নীল খাতা? কী আছে তাতে? কোন ভয়ঙ্কর সত্য লুকিয়ে আছে সেই নীল খাতার পাতায়?

দেবী বলে চুপ-চুপ বাতাসেরও কান আছে!

ওদিকে বাগানে বাধল বিরোধ। অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলল কুলিরা। মালিকের কাছে গেল বিচারের আশায়। আগুনের মতো জ্বলে উঠলেন প্রকাশ দত্ত ফলে, প্রাণ গেল বল বাহাদুরের।

হত্যা? না দুর্ঘটনা? বল্ বাহাদুর খুন হয়েছে না সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে প্রাণ হারিয়েছে? যেন প্রলয়ের মুখে থর থর করতে লাগল অভয়পুর টী এষ্টেট্।

একমাত্র সাক্ষী জয়ন্ত! তার একটি মাত্র কথার উপর নির্ভর করছে এক ভয়ঙ্কর পরিণাম!

একদিকে প্রকাশ, একদিকে কুলিরা। একদিকে নমিতা আর এক দিকে সোনালী।

এক দিকে মিথ্যা আর এক দিকে সত্য।

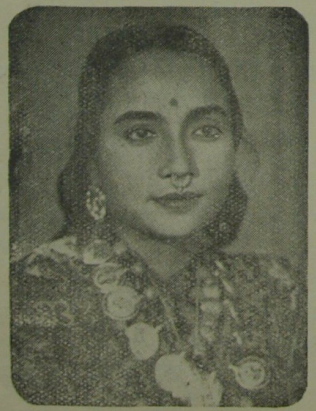

কোন পথ নেবে জয়ন্ত? কোন দিকে পা বাড়াবে?

সোনালী চীৎকার করে বলে, বলো জয়ন্ত দা, বলো—

নমিতার চোখ অশ্রুতে সজল হয়ে আসে: জয়ন্তবাবু।

মনের মধ্যে যেন বজ্র গর্জে যায় জয়ন্তের ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টের রক্তাক্ত মূর্তি পলকের জন্যে দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায় অন্ধকারে। জয়ন্ত চীৎকার করে বলে, আমি জানি—

কী জানে সে?

কোন পথে আজ সে পা বাড়াল? সত্যের মধ্যে, না মিথ্যের অন্ধকারে?

কী আছে সেই ভয়ঙ্কর নীল খাতায়? কোন আশ্চর্য বার্তা—কী বিচিত্র জীবন রসের সন্ধান?

অনেক দুঃখ আর অনেক চোখের জলের মধ্য দিয়া উদ্ঘাটিত হয় তার স্বরূপ। সমস্ত গ্লানি ছাপিয়ে, সমস্ত ভুলের পালা শেষ করে জীবনের পরম সম্পদ লাভ করে জয়ন্ত:

আমার তোমার সকলের জন্যে পৃথিবীর মাটি!
আমার তোমার সকলের জন্য জীবনের অধিকার!

বাণী-চিত্রে এরই অপূর্ব শিল্পিত রূপ: *সম্পদ!*

★ ★ ★

—গান—

(১)

সোনালীর গান

বনের সাথে মনের সাথে
আজ যে মিতালি।
মৌ-ঝির ঝির হাওয়ায় হাওয়ায়
বাজলো গীতালি॥
সুর জেগেছে কার সে হাতে
আলো-ছায়ার একতারাতে
ঝিঁ ঝির ঝাঝর বাজিয়ে দিলে
এ কোন খেয়ালি॥

সুরের চুমোয় ঘুমোয় পাহাড়
সুখের আলসে
ঝর্ণা তারে শোনায় কী যে
মধুর লালসে
গন্ধ মাতাল পিয়াল ফুলে
সুরের স্বপন উঠল দুলে
মায়া কাজল বুলিয়ে চোখে
নামল নিদালি॥

কথা: আশা দেবী।

(২)

সোনালীর গান

ঝিলমিল ঝিলমিল ঝিলমিল ঝিলমিল
রঙঝিল জলরে
কোন বনহরিণীর ঘন নীল নয়নের
ছলছল ছলরে
স্মরণের অরুণিমা ঝলমল ঝলকায়,
রাকা চাঁদে হাসি কার কূলে কূলে
ছলকায়
ঝিকিমিকি তারা হয়ে কার মধু
করে টলমল রে ॥
শাওনের মেঘে মেঘে নামে কার
মায়ারে
কোন দূর বিরহীর ব্যাকুলিত হৃদয়ের
ব্যথাতুর ছায়ারে
আকাশের পার থেকে
আসবে সে আসবে
রামধনু ছোঁয়া দিয়ে
হাসবে সে হাসবে
তাই বুঝি অপলক নিদহারা দিঠি তোর
চির চঞ্চল রে ॥

কথা : আশা দেবী।

(৩)

চা-বাগানের সমবেত সঙ্গীত

সবুজ পাতার সায়র দোলে
লহর দোলেরে
কাজ ভোলান পাখীর ডাকে
মন যে ভোলেরে ॥
সাত পাহাড়ের পেরিয়ে চূড়ো
পিতম গেল দূরবিদেশ
(আমি) একলা রাতি কাটাই জেগে
পহর গোণা হয় না শেষ,
(তাই) বুকের মাঝে ব্যথার কাঁদন
ঘনিয়ে তোলেরে ॥
ঐ যে নামে পাহাড় ভেঙ্গে
বাদল ক্ষ্যাপা নদীর চল
বন ভাসান তুফান আসে
মাতাল যেন হাতীর দল,
কেমন করে ফিরবে পিতম
পরাণ কাঁপে দুরু দুরু
তাই তো আমার চোখের জলের
আগল খোলেরে ॥

কথা : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

(৪)

নমিতার গান

যে কথা কেউ বলেনি সে কথা বলবে
তুমি
যে পথে কেউ চলেনি সে-পথে চলবে
তুমি ॥
গাঁথিনি গানের মালা
প্রদীপ হয়নি জ্বালা
সে-মালা দুলবে, সে প্রদীপ
জ্বলবে তুমি।
আঁধারের পাষানকারার সে-কারা
ভাঙ্গবে তুমি।
হৃদয়ের পাঁপড়িগুলি আলোকে
রাঙ্গবে তুমি ॥
বেদনা গভীর রাতে
(তুমি) চলবে আমার সাথে
যে কাঁটা কেউ দলেনি সে কাঁটা
দলবে তুমি ॥

কথা : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

(৫)

নমিতার গান

শুধু তুমি আর আমি দুজনে
চৈত্রদিনের অলস দুপুর
কাটাব প্রেম-কুজনে।
শাল সরলের ছায়া পরিবেশ
যদি এনে দেয় ঘুমের আবেশ
প্রিয় নাম ধরে ডাকিও আমারে
কানে কানে মধু-গুঞ্জনে।
ভেঙ্গে দেবে জানি এই খেলাঘর
দূরে চলে যাবে সরে,
তবুও হৃদয় আশাপথ চেয়ে
কেন ওঠে ভরে ভরে !
তোমার আমার এই পরিচয়
এ কি শুধু ভুল এ কি কিছু নয়
কেন তবে হায় বাদল ঘনায়
আমার আঁখির বিজনে

—০— আসিতেছে —০—

বাংলার শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রী সমন্বয়ে ও বহু অর্থব্যয়ে বছরের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্ব প্রথম বাংলা রঙিন চিত্র !

চিত্রনাট্য
বিপ্রদাস ঠাকুর
পরিচালনা
বিজন সেন
চিত্রশিল্পী
বিদ্যাপতি ঘোষ
সঙ্গীত
তিমির বরণ
সহ
কালীপদ সেন
শিল্প নির্দেশক
বটু সেন

রূপায়নে :—ছবি বিশ্বাস ◦ চন্দ্রাবতী ◦ কমল মিত্র ◦ কানু বন্দ্যোঃ ◦ সমীর কুমার ◦ যমুনা সিংহ ◦ রতী নেহেরু নৃপতি ◦ ভানু ও আরো অনেকে !

★★
★

একমাত্র পরিবেশক : **মল্লিক ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স**

১৭৯।১এ, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মল্লিক ফিল্ম্ ডিষ্ট্রিবিউটার্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং ৩।১, মোহন বাগান লেন, কলিকাতা-৪ প্রিণ্ট ইণ্ডিয়া কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

27·10·5 মূল্য : দুই আনা